# ইতিহাসের বোবাকান্না

জহির উদ্দিন বাবর

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

জহির উদ্দিন বাবর

# ইতিহাসের বোবাকান্না

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

অর্পণ

**মাওলানা গোলাম কাদির**

আমার শিক্ষক

আমার লেখালেখির প্রথম প্রেরণা

# লেখকের কথা

প্রতিবেশী দেশ ভারতে সফরের সুযোগ হয় গত মার্চে। ভ্রমণকাহিনি লিখব এমনটা পরিকল্পনায় ছিল না। কারণ ভারতে ভ্রমণের কাহিনি অনেকেই লিখেছেন, আমি আর নতুন করে কী লিখব! কিন্তু সফর থেকে ফেরার পর ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষ ভ্রমণকাহিনি লিখতে পীড়াপীড়ি করেন। তাদের বক্তব্য, আপনার দেখা ও অন্যদের দেখা তো এক নয়, কিছুটা হলেও ভিন্নতা থাকবে। প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো পত্রিকায় কয়েক পর্বে লিখব। কিন্তু লিখতে বসে দেখলাম কলেবর বেড়ে যাচ্ছে। পরে বই করারই সিদ্ধান্ত নিলাম।

বইটিতে ভ্রমণবৃত্তান্তের পাশাপাশি ইতিহাসের হালকা একটি চিত্রও আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের তথ্যগুলো বিভিন্ন বইপত্র ও ইন্টারনেট ঘেঁটে যোগ করা হয়েছে। কোনো ভুল বা অসংলগ্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভারতবর্ষ প্রায় হাজার বছর শাসন করেছেন মুসলমানরা। বিশাল এই ভূখণ্ডে মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্নগুলো আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এর আড়ালে চাপা পড়ে আছে শাসক জাতি কীভাবে শোষিত জাতিতে পরিণত হয়েছে এর করুণগাঁথা। ইতিহাসের সেই বোবাকান্নাগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার দুই সফরসঙ্গী ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন রাজু ও মুফতি এনায়েতুল্লাহ। বইটি একবার দেখে দিয়ে এবং লিখতে উদ্বুদ্ধ করে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করেছেন সহযোদ্ধা মুনীরুল ইসলাম। আগ্রহ নিয়ে বইটি প্রকাশ করায় কৃতজ্ঞতা *রাহনুমা প্রকাশনী*র। বিশেষ কৃতজ্ঞতা মাহমুদ ভাইয়ের। তথ্যগত বা ঐতিহাসিক বিবরণে কোথাও কোনো ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে অবশ্যই জানাবেন, রইল আগাম কৃতজ্ঞতা।

**জহির উদ্দিন বাবর**
পুরানা পল্টন, ঢাকা
৫ অক্টোবর ২০১৮

## সূচিপত্র

এক

**শুরুর গল্প ও কলকাতা পর্ব**

প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির প্রতি আমাদের আকর্ষণ–১৫
তিন কারণে ভারতমুখি–১৬
সোনার হরিণ ভারতীয় ভিসা–১৮
তবুও কাটছিল না জটিলতা–২০
অবশেষে যাত্রা–২১
পাশের বাড়ি কলকাতায়–২২
মন খারাপের একটি সংবাদ–২৪
কলকাতার পথে পথে–২৫
'মমতাময়ী' মমতা–২৬
কেমন আছেন পাশের বাড়ির মুসলমানরা!–২৮
নাখোদা মসজিদে–২৯
ব্যস্ততম হাওড়া ব্রিজে–৩২
নিউমার্কেট যেন এক টুকরো বাংলাদেশ–৩৩
কলকাতায় একবেলার ঘোরাঘুরি–৩৫
পশ্চিমবঙ্গের 'তাজমহলে'–৩৬

দুই

**রাজধানী দিল্লিতে**

রোড টু দিল্লি–৪১
'লাড্ডু' কা শহর–৪২
হালাল খাবারের বিড়ম্বনা–৪৪

নতুন হোটেলের সন্ধানে–৪৬
দিল্লির আধ্যাত্মিক সম্রাট–৪৭
উত্তাপ ছড়ানো ঈমানি আন্দোলন–৪৯
তাবলিগের প্রাণকেন্দ্রে–৫১
দেশের আবহ বিদেশে–৫২
মুসলিম শাসনের আলোকিত হাজার বছর–৫৩
মুসলিম শাসকদের প্রাণকেন্দ্র–৫৫
মুসলিম স্মৃতিচিহ্নে অবজ্ঞার ছোঁয়া!–৫৭
শত বছরের ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্বাদ–৬১
লালকেল্লা : হাসিকান্নায় ভরা এক দাস্তান–৬৩
সন্ধ্যায় অপরূপ ইন্ডিয়া গেট–৬৭
মেট্রোরেলে চড়ার অভিজ্ঞতা–৬৯

তিন
**কীর্তিগাথা আগ্রা ও অন্যান্য**
আগ্রার পথে–৭৩
মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে–৭৫
'তাজমহল দেখেছে-দেখেনি দুই ভাগে বিভক্ত বিশ্ববাসী'–৭৬
পর্যটকের মিছিলে–৭৮
শাশ্বত প্রেমের অপরূপ সৌধে–৮০
তাজমহলকে বিতর্কিত করার অপপ্রয়াস!–৮২
তাজমহল নিয়ে মিথের শেষ নেই!–৮৪
মুঘল শাসকদের অন্দরমহলে–৮৫
মুসলিম ঐতিহ্যের স্মারক কুতুব মিনারে–৮৯

চার
**চেতনার আঙিনায়**
ভারতীয় ট্রেনে চড়ার বিরল অভিজ্ঞতা–৯৫
যে মাটির স্পর্শ শিহরণ জাগায়–৯৮
স্বপ্নের দারুল উলুম দেওবন্দে–১০১

বাংলাদেশি ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ–১০৫
বরকতি দস্তরখানে–১০৮
মাকবারায়ে কাসেমিতে–১১১
দারুল উলুম ওয়াকফে–১১৫

পাঁচ
**আকাবিরের স্মৃতিচিহ্নে**
'মাওয়াজেয়ে খামসা'র সন্ধানে–১২১
ভারতের জালালাবাদে–১২৩
হৃদয়ে থানাভবন–১২৬
একজীবনে এতো কীর্তি!–১২৮
হাকীমুল উম্মতের কবরের পাশে–১৩০
রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.–এর স্মৃতির খোঁজে–১৩২
আবার দারুল উলুম দেওবন্দে–১৩৬
বিদায় দেওবন্দ–১৩৯
আবার কলকাতায়–১৪০
দেশে ফিরেই মন খারাপ করা দৃশ্য–১৪৩

## প্রতিবেশী রাষ্ট্রটির প্রতি আমাদের আকর্ষণ

মক্কা-মদীনার পর আমাদের অনেকের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের জায়গা হলো প্রতিবেশী দেশ ভারত। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্মৃতিবিজড়িত দেশ সফরের তাওফিক আল্লাহ বেশ কয়েক বছর আগেই দিয়েছেন। কিন্তু তিন দিক থেকে ঘিরে রাখা বহু বৈচিত্র্যের প্রতিবেশী দেশটিতে আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। একটা আক্ষেপ ছিল সবসময়ই। ভারত ঘুরে এসে কিংবা সেখান থেকে পড়াশোনা করে এসে অনেকেই যখন গল্প করত তখন মুগ্ধ হয়ে তা শুনতাম। দিন দিন বাড়ির পাশের এই রাষ্ট্রটির প্রতি আকর্ষণ শুধু বেড়েছেই।

এই আকর্ষণের বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত আমরা যারা কওমি মাদরাসায় পড়াশোনা করেছি তাদের কাছে ভারত খুবই পরিচিত একটি জায়গা। কারণ কওমি মাদরাসার গোড়া তথা দারুল উলুম দেওবন্দ সেখানে অবস্থিত। আমাদের দেশে ইলম আসার বড় একটি সূত্র ভারত। দেওবন্দসহ ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে এসেছেন এমন আলেমের সংখ্যা হাজার হাজার। যাদেরকে আমরা আমাদের পূর্বসূরি হিসেবে মানি তাদের বড় অংশটি ভারতের। আমরা যাদের কিতাবাদি পড়েছি এর বেশির ভাগ ভারতীয় আলেমদের লেখা। এই ভারত প্রায় হাজার বছর শাসন করেছেন মুসলিম শাসকেরা।

ভারত-পাকিস্তানসহ একসময় আমরা একই দেশের বাসিন্দা ছিলাম। ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচরণগত বিপুল বৈচিত্র্য থাকলেও অখণ্ড ভারত ছিল একটি শক্তিশালী দেশ। অভিশপ্ত ইংরেজদের রাহুগ্রাসে পতিত না হলে